স্বাগতম

অনার্স ২য় বর্ষ

শিক্ষক পরিচিতি

মোহাম্মাদ মজিবুর রহমান ভূঁইয়া
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
মোবাইলঃ ০১৮১৭৬০৯৯৭২
ইমেইলঃ
islamichistoryvictoria@gmail.com

প্রশ্নঃ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাগুলো বিশ্লেষণ কর।

তাঁর প্রবর্তিত পরিকল্পনা ছিল পাঁচটি-

(ক) দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর,

(খ) খোরাসান অভিযান,

(গ) প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন,

(ঘ) কারাচিল অভিযান,

(ঙ) দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি।

(ক) দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর ঃ

ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপাত্য প্রতিষ্ঠার সময় হতেই দিল্লী মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক বিভিন্ন কারণে সর্বপ্রথম রাজধানী পরিবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহন করেন।

কারনসমূহঃ

১.মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি,

২.রাজধানী দিল্লীর অবস্থানগত অসুবিধা, ৩.মোঙ্গলদের দিল্লি আক্রমণের সম্ভবনা, ৪.দাক্ষিণাত্যের দেবগিরির ভৌগলিক সুবিধা,

৫. দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন এবং

৬.সেখানে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা,

১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লী হতে ৭০০ মাইল দূরে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের নির্দেশ দেন এবং নূতন রাজধানীর নাম দেন দৌলতাবাদ। অতঃপর তিনি সপরিবারে দিল্লীর গণ্যমান্য মুসলমান, উলেমা সম্প্রদায়, আমীর-ওমরাহ ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গসহ দৌলতাবাদে গমন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নূতন রাজধানী বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

(খ) খোরাসান অভিযান ঃ

সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক রাজদরবারে অবস্থানরত কতিপয় পারসিক আমাত্যের প্ররোচনায় ১৩২৭-২৮ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের খোরাসান অঞ্চলে অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহন করেন নিম্নোক্ত কারনে।

প্রথমতঃসে সময়ে খোরাসানের অবস্থা শোচনীয় ছিল এবং অত্যাচারী পারস্য সম্রাট আবু সাঈদের শাসনে দেশে তখন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করছিল।

দ্বিতীয়ত ঃ সে সময়ে শিয়া-সুন্নী বিরোধ অত্যন্ত সংকটজনক ছিল এবং এই কারনেও পারস্য (শিয়া) ও ট্রানসক্সিয়ানার (সুন্নী) সম্রাটদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক ছিল। একই কারনে পারস্য ও মিশরের (সুন্নী) সম্রাটদের মধ্যে শত্রুতা ভাব ছিল। পারস্য সম্রাট আবু সাঈদের দুর্বলতার সুযোগে ট্রান্সক্সিয়ানার তরমাশিরিণ খান এবং মিশরের সুলতান আল নাসির পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত আক্রমন করার হুমকি দেন।

মুহম্মদ-বিন-তুঘলকও খোরাসানী আমিরদের প্ররোচনায় এবং ব্যাক্তিগত ও ধর্মীয় কারনে প্রভাবান্বিত হয়ে শেষ পর্যন্ত খোরাসান আক্রমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এ উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন। কিন্তু খোরাসান অভিযান কার্যকরী করা হয় নি।

কারন ঃ তরমাশিরিন খান ট্রান্সক্সিয়ানার সিংহাসন হারিয়েছেন এবং পারস্য সম্রাট আবু সাঈদের সাথে মিশরের সম্রাটের বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ফলে মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের পক্ষে একা খোরাসান আক্রমন করা সম্ভব ছিল না। তাই সুলতান বিচক্ষণতার সাথে খোরাসান আক্রমনের পরিকল্পনা বাতিল করে দেন (১৩২৮ খ্রিঃ)।

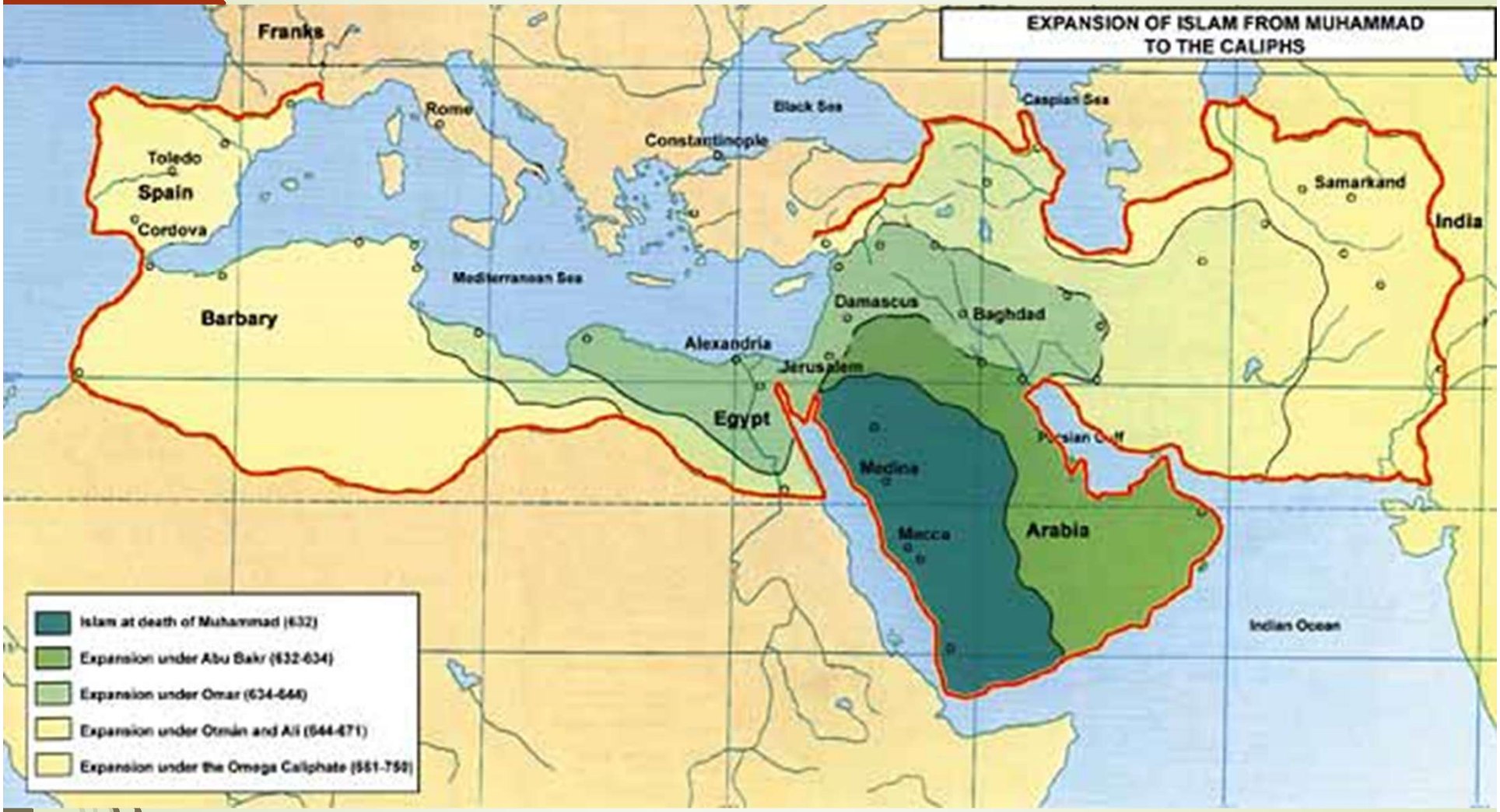
EXPANSION OF ISLAM FROM MUHAMMAD TO THE CALIPHS
Franks
Rome
Black Sea
Caspian Sea
Constantinople
Toledo
Spain
Cordova
Samarkand
India
Mediterranean Sea
Barbary
Damascus
Baghdad
Alexandria
Jerusalem
Egypt
Medina
Mecca
Arabia
Indian Ocean
Islam at death of Muhammad (632)
Expansion under Abu Bakr (632-634)
Expansion under Omar (634-644)
Expansion under Otmán and Ali (644-671)
Expansion under the Omega Caliphate (661-750)

INDIA—NATIONAL HIGHWAY
NATIONAL HIGHWAY WITH NO.
KARNAL MAJOR TOWN
JAIPUR STATE CAPITAL
DELHI COUNTRY CAPITAL
I N D I A
Arabian Sea
Bay Of Bengal
Indian Ocean
Andaman Sea
LAKSHADWEEP (INDIA)
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS (INDIA)

(গ) কারাচিল অভিযান ঃ

কারাচিল হিন্দুস্থান ও চীনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক ১৩২৮ খ্রিষ্টাব্দে কারাচিল রাজ্য জয় করার জন্য একটি অভিযান করেন নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঃ

প্রথমত, কারাচিল পার্বত্য রাজ্য জয় করে সালতানাতের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত করা।

দ্বিতীয়ত, কারাচীল এলাকায় পার্বত্য জাতি প্রায়ই সুলতানী সাম্রাজ্য আক্রমন ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নানা প্রকার অত্যাচার করত।

যাহোক করাচীল অভিযান বাস্তবায়িত করার জন্য সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক এক বিরাট বাহিনী গঠন করেন এবং তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র খসরু মালিকের নেতৃত্বে অভিযান প্রেরন করেন। কিন্তু সুলতানের দূর্ভাগ্য যে, সেনাপতি ও সৈন্যদের দক্ষতায় বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও মারাত্মক দুর্যোগপূর্ন আবহাওয়া ও উপজাতীয়দের চোরাগুপ্তা হামলায় শেষ পর্যন্ত এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

(ঘ) প্রতীক তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন ঃ

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ও অভিনব ঘটনা ছিল মুদ্রানীতির সংস্কার। এ কারণে এডওয়ার্ড থমাস সুলতানকে **'Prince of Moneyers'** বলে আখ্যায়িত করেন। ১৩২৯-৩০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ২০০ গ্রেনের স্বণমুদ্রার (দিনার) এবং ১৪০ গ্রেনের রৌপ্যমুদ্রার প্রবর্তন করেন। পূর্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ওজন ছিল ১৭৫ গ্রেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার চেয়ে প্রতীক তাম্রমুদ্রা প্রবর্তন করে মুদ্রানীতির সংস্কারক হিসেবে কৃতিত্ব অর্জন করেন।

প্রথমত ঃ বদাউনী, ইয়াহিয়া, ফিরিশতা প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, "সুলতানের বদান্যতা ও মুক্তহস্তে দান, দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা, বিজয় পরিকল্পনা, রাজধানী পরিবর্তনজনিত ব্যর্থতা ও অর্থ অপচয়ের ফলে রাজজকোষ শূন্য হয়ে পড়লে তিনি প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ গার্ডানার ব্রাউনের মতে, চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বের বাজারে স্বর্ণ-রৌপ্যের দুষ্প্রাপ্যতা লক্ষ করা গিয়েছিল। সেজন্য রৌপ্যের বিকল্প হিসেবে সুলতান তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন।

তৃতীয়ত ঃ ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, “প্রতিভাসম্পন্ন সুলতান সৃজনশীল ও পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা গ্রহণে আনন্দ পেতেন। ইতোপূর্বে চীনের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান তাম্রমুদ্রা এবং পারস্যের গাইখাতু খান কাগজের প্রতীক মুদ্রা প্রচলন করেন। নিঃসন্দেহে সুলতান এ দুই দেশের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প্রতীক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন।

চতুর্থত ঃ জনগণের সুবিধার্থে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি বিধানকল্পে তিনি সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং এর বিনিময়কে সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে তাম্রমুদ্রার প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাম্র মুদ্রা প্রচলন কার্যকর হয়নি এবং এর দ্বারা সৃষ্ট সংকট নিরসনের জন্য প্রবর্তনের চার বছর পর ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান আদেশ জারি করে এটি প্রত্যাহার করেন।

দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ঃ

গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকাকে দোয়াব অঞ্চল বলা হতো। দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সর্বশেষ পরিকল্পনা। পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোর ব্যর্থতার ফলে রাজকোষাগারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুলতান সচেষ্ট হন এবং ১৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দোয়াব অঞ্চলে করারোপ করেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর মতে, দোয়াব অঞ্চলে ১০ হতে ২০ গুন কর বৃদ্ধি করা হয়। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, কর ৩ হতে ৪ গুন বৃদ্ধি করা হয় এবং ঐতিহাসিক বদায়ুনীর মতে, কর দ্বিগুন করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে অধিক পরিমানে কর বৃদ্ধির আদেশের প্রতিক্রিয়ায় জনগন বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তীব্র গণআন্দোলন শুরু হয়। বিপাকে পড়ে সুলতান শেষ পর্যন্ত কর বৃদ্ধির আদেশ প্রত্যাহার করেন।

সমাপ্ত